গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প/স্কিমসমূহের মে ২০২৪ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৬ জুন, ২০২৪ খ্রি.
সভার সময় : সকাল ১১.০০ টা
স্থান :সভাকক্ষ, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক তে প্রদর্শিত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভার সভাপতি নবযোগদানকৃত সচিব জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী-কে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর সভাপতি কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান। উপসচিব (উন্নয়ন) নিম্নরূপ আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-০১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ

গত ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এপ্রিল, ২০২৪ মাসের মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, গত সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত-২ এ উল্লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে মিডওয়াইফ নার্সিং-এ অধ্যয়নরত ১৫ জন (তিন পার্বত্য জেলার প্রতিটি হতে ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের বাস্তবায়নাকারী সংস্থা হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়িকে নির্বাচন করা হলেও কার্যবিবরণীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নাম উল্লেখ রয়েছে যা সংশোধন করা প্রয়োজন। সভাপতি উক্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের স্থলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নাম প্রতিস্থাপনপূর্বক কার্যবিবরণী সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেন। কার্যবিবরণীতে আর কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ০২:গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	তিন পার্বত্য জেলায় ড্রাই ফুড ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ	**সিদ্ধান্ত:** ১) "ড্রাই ফুড" পদ্ধতিতে ফলমূল এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে কৃষকদল গঠন এবং একটি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তাদের মাঝে ড্রাইয়ার মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আগামী ২০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সভাকে জানান, ড্রাইফুড ও সবজি প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারে তিন পার্বত্য জেলায় একটি স্কিম গ্রহণ করার বিষয়ে বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা হয়েছে। স্কিমের আওতায় উন্নয়ন বোর্ড হতে ড্রাইফুড	১) "ড্রাই ফুড" পদ্ধতিতে ফলমূল এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে কৃষকদল গঠন এবং একটি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তাদের মাঝে ড্রাইয়ার মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আগামী ২০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

CamScanner

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		প্রক্রিয়াকরণের জন্য ড্রাইয়ার মেশিন করা ক্রয় করা হবে এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে তা বিতরণ করা হবে। সভাপতি বলেন, ড্রাইয়ার মেশিন বিতরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক কৃষকদল গঠনপূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়াও তিনি বেসরকারি খাতকে এ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে পরামর্শ প্রদান করেন।		
২	টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প ও আবাসিক বিদ্যালয় (০৪টি) পরিচালনা	**সিদ্ধান্ত:** ১) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন এবং প্রকল্পের জনবল সরাসরি নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিচনার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে একটি স্কিম গ্রহণ করা হয়েছিল যা জুন ২০২৪-এ সমাপ্ত হবে। সভাপতি আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১ (এক) বছর মেয়াদী একটি স্কিম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-২) জানান যে, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে গত ২৬-০৫-২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ১৩-০৬-২০২৪ তারিখ মন্ত্রণালয় হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, অর্থ বিভাগ হতে আউট সোসিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ এর ৩ (৮) অনুচ্ছেদ অনুসরণে ২০৬ টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গত ২৩-০৫-২০২৪ খ্রি. তারিখ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য	১) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১ (এক) বছর মেয়াদী একটি স্কিম গ্রহণ করতে হবে। ৩) 'টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের পুণর্গঠিত ডিপিপি আগামী ২০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

CamScanner

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান যে, পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুর্ণগঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি আগামী ২০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে পুণর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		

আলোচ্যসূচি-০৩: চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের মে, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার পৃথক পৃথক ও সার্বিক অগ্রগতি	উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি-তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে ৭৩৪.৬৪ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ১৬টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৪৪.৬৪ কোটি টাকা (জিওবি-২০৯.৯৮ কোটি এবং পিএ-৩৪.৬৬ কোটি) এবং উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে ৪৯০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৩১ মে ২০২৪ মাস পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.১৯%। **সিদ্ধান্ত:** ১)২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে শেষ করতে হবে। ২) খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করে খাগড়াছড়ি মাস্টার প্লেইন দ্রুত পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। ৩)রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়ক সহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম শেষ করে দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। ৪) "খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৫)'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে যেসকল কার্যক্রমে জমি অধিগ্রহণের বিষয় নেই সেসকল কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে এবং একইসাথে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।	১) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২) খাগড়াছড়ি মাস্টার প্লেইন চুক্তি অনুযায়ী দ্রুত পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। ৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়ক সহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের অবশিষ্ট ০৩টি টেন্ডার কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। ৪) 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনার লক্ষ্যে আগামী ০৫ জুলাই তারিখের মধ্যে একটি সভা এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিআইসি সভা আয়োজন করতে হবে। ৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আলাদা আলাদাভাবে বড় প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে এবং আমব্রেলা প্রকল্পের ধারণাপত্রসমূহ নিয়ে গত ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। ৬) তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় পর্যায়ে নতুন করে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকৃত চাহিদা নিরুপণপূর্বক আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

CamScanner

	দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিআইসি সভা আয়োজন করতে হবে। ৬) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত ধারণাপত্রসমূহ নিয়ে গত ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। ৭)তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় পর্যায়ে নতুন করেসোলার প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকৃত চাহিদা নিরুপণপূর্বক দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রকল্প/স্কিম পরিচালকগণ জানান যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান, খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে লিখিত চুক্তি রয়েছে। সভাপতি লিখিত চুক্তির আলোকে দ্রুত মাস্টার ড্রেন পৌরসভার নিকট হস্তান্তর এর নির্দেশনা প্রদান করেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়কসহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের ৬টি অংশের টেন্ডারের মধ্যে ৩টি অংশের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩টির টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের অবশিষ্ট ৩টি টেন্ডারের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-১) জানান, "খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ১৬/০৫/২০২৪ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। তিনি আরও জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের পিআইসি সভা এখনও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে আয়োজন করা হয়নি। মাননীয়	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

CamScanner

		প্রতিমন্ত্রী প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চান যে, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে কোন কোন এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং কোথাও জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে কিনা? এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচাকগণ জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রণালয়কে জানাবেন মর্মে অবহিত করেন। সভাপতি এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আগামী ৫ জুলাই ২০২৪ তারিখের মধ্যে একটি সভা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, UNDP-এর সহায়তায় একটি আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা খুবই ফলপ্রসু হবে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, পার্বত্য এলাকায় পানি সংকট নিরসনে আমব্রেলা প্রকল্পের বিকল্প নেই। সভাপতি বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সংস্থাকে আলাদা আলাদা ভাবে বড় ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান, সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব নয় এমন এলাকায় সোলার প্যানেল-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি খুবই কার্যকরি একটি প্রকল্প। তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকৃত চাহিদা উল্লেখপূর্বক এই প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		
২.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৩ টি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় গৃহীত নতুন স্কিম সহ চলমান স্কিম বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের সিংহভাগ অর্থই ব্যয় হয় ০৩টি উন্নয়ন সহায়তায় আওতায় গৃহিত স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে; তাই, স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংস্থাসমূহকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, উন্নয়ন সহায়তা আওতায় গৃহীত স্কিমসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত ফলো-আপ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ০৫ (পাঁচ)টি নতুন টিম গঠন করা হয়। গঠিত টিমসমূহের মে ২০২৪ মাসের মধ্যে কমপক্ষে ০১ (এক)টি করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে নির্দেশনা থাকলেও কোনো পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। সভায় উপসচিব (পরিকল্পনা-১) জানান, তিনি গত ২৩-২৪ জুন ২০২৪ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন স্কিম ও প্রকল্প পরিদর্শন	১) এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত স্কিম পরিদর্শন টিম দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে স্কিমসমূহ অন্তত ০১ (এক) বার পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং যাঁরা পরিদর্শন করেছেন তাঁদের দ্রুত পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। ২) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণদের দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে স্কিমসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তরে এবং সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবে। ৩) প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক প্রতি মাসে একটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

CamScanner

		করেছেন। সভাপতি আগামী জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে স্কিমসমূহ পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, ০৩ (তিন) পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে কোনো পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ০৩ (তিন) পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখছেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, গত সভায় আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহিতব্য স্কিমসমূহের উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি)সহ তালিকা ২০ জুন ২০২৪ মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলেও এ পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, তারা অদ্য ২৬/০৬/২০২৪ তারিখ স্কিমের ডিএসপিসহ তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছেন। এছাড়াও বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জানান যে, স্কিমের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে উন্নয়ন স্কিমের প্রস্তাব (ডিএসপি) প্রণয়নের জন্য সময় প্রয়োজন। সভাপতি আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহিতব্য উন্নয়ন স্কিমের প্রস্তাব (ডিএসপি)সহ তালিকা আগামী ০৭ জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি জানান, সারা দেশে পাহাড়ী ফলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ের নান্দনিক সৌন্দর্য দেশী পর্যটকদের পাশাপাশি বিদেশী পর্যটকদেরও আকৃষ্ট করে। সেকারণে পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান প্রধান সড়কের পাশে ফলের বাগান সৃজন করা হলে একদিকে যেমন পাহাড়ী ফলের চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সোন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। সেলক্ষ্যে আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৪০,০০০ এবং প্রত্যেক পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ২০,০০০ করে ফলজ বৃক্ষের চারা রোপণের লক্ষ্যে স্কিম গ্রহণের অনুরোধ জানান। উপসচিব উন্নয়ন জানান যে, অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ফরমে (সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী) ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ ছাড়, ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের তথ্যাদি সম্বলিত	নির্দিষ্ট তারিখ (সংস্থা কর্তৃক তারিখ ভিন্ন হবে) স্কিম পর্যালোচনা সভা আয়োজন ও স্কিম পর্যালোচনা সভায় এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তার স্বশরীরে/অনলাইনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪) আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহিতব্য স্কিমসমূহের উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি)সহ তালিকা আগামী ০৭ জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৫) অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ফরমে (সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী) ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ ছাড়, ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থের তথ্যাদি এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন ০৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

CamScanner

		প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা জরুরি। সভাপতি উক্ত সকল তথ্যাদি নির্ধারিত ছক মোতাবেক আগামী ০৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।		

আলোচ্যসূচি-০৪: বিবিধ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১.	সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত	উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, "খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের পিসিআর আগামী ১৬ মে, ২০২৪ তারিখের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) সকল প্রকল্পের পিসিআর প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তাবায়নকারী সংস্থা
২.	তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মিডওয়াইফ নার্সিং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত	সভায় UNFPA থেকে প্রাপ্ত পত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, পত্র মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে মিডওয়াইফ নার্সিং-এ অধ্যয়নরত ১৫ জন (তিন পার্বত্য জেলায় ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে পার্বত্য এলাকার মিডওয়াইফ নার্সিং-এ অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১৫ জন (তিন পার্বত্য জেলায় ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভাপতি আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে পার্বত্য এলাকার মিডওয়াইফ নার্সিং-এ অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১৫ জন (তিন পার্বত্য জেলায় ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।	১) আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে পার্বত্য এলাকার মিডওয়াইফ নার্সিং-এ অধ্যয়নরত (সরকারি ইনস্টিটিউট-এ অধ্যয়ন) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মোট ১৫ জন (প্রতি পার্বত্য জেলায় ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩.	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প সংক্রান্ত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বইয়ে সবুজ পাতায় ৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।তন্মধ্যে ০৪টি প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, ০১টি প্রকল্পের অর্থায়নের সম্মতির জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।	১) যেসকল প্রকল্পের অর্থ বিভাগের অর্থায়নের অনুমোদন নেই সেসকল প্রকল্পের অর্থায়নের অনুমোদনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে	সভাপতি বলেন, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে সারা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এখানে একটি মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি করা	১) পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মিউজিয়ামটি আগামী ০১ মাসের মধ্যে চালু করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ শেখ হাসিনা

CamScanner

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
	লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত	হয়েছে। মিউজিয়ামটি আগামী ০১ মাসের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সামগ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের লাইব্রেরিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় (তাঁদের মাতৃভাষায়) লিখিত বই, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই, গবেষণা পত্র সহ অন্যান্য বই দ্বারা সমৃদ্ধ করতেও নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও সভাপতি শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	২) শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের লাইব্রেরিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় (তাঁদের মাতৃভাষায়) লিখিত বই, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই, গবেষণা পত্র সহ অন্যান্য বই দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে। ৩) শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গহণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫.	জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন	সভাপতি পার্বত্য এলাকায় আদি পাহাড়ী বৃক্ষ সংরক্ষণ এবং জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পর্যটন সমৃদ্ধ অঞ্চল হওয়ায় এখানে জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হলে ব্যাপক পর্যটন সম্ভাবনা তৈরি হবে। সে লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এর প্রতিটি হতে ১টি করে মোট ৩টি জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান।	১) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এর প্রতিটি হতে ১টি করে জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬	ফলজ বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত	১) সভাপতি বলেন, রাস্তার ধারে কাঠের গাছ রোপনে শুধু কাঠ পাওয়া যায় তবে ফলের গাছ রোপন করলে কাঠ ও ফল উভয়ই পাওয়া যাবে। তাছাড়া, উৎপাদিত ফলকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের হতদরিদ্র সুফলভোগীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং একই সাথে এ ফল সংরক্ষণ, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ ও কাঠ প্রক্রিয়াকরণে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কৃষি জমিতে ফলের বাগান করা হলে কৃষি জমি কমে যায়। সেক্ষেত্রে রাস্তার ধারে ফলের বাগান সৃজন করা হলে কৃষি জমি নষ্ট হয় না। সর্বোপরি, এ ধরণের বাগান সৃজনের ফলে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টি চাহিদা উভয়ই পূরণ হবে এবং কাঠ বাজারজাতকরণে তাঁরা আর্থিক ও বানিজ্যিকভাবে লাভবান হবেন। অতঃপর তিনি নিম্নরূপ বিষয়গুলো বিবেচনা করে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন স্কিম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান: ক) বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে আম, লিচু, তেঁতুল, জলপাই, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম ইত্যাদি জাতের ফলের গাছ বিবেচনা করা যাতে উক্ত গাছ হতে ফল ও কাঠ উভয়ই পাওয়া যায়; খ) যে কোনো একটি জাতের গাছ কমপক্ষে ১কি.মি. রাস্তা জুড়ে দু'ধারে রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ; গ) বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে প্রধান সড়ককে অগ্রাধিকার প্রদান; ঘ) রোপনকৃত গাছের	১) ফলের গাছ রোপনের ক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন স্কিম গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে: ক) বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে আম, লিচু, তেঁতুল, জলপাই, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম ইত্যাদি জাতের ফলের গাছ বিবেচনা করা যাতে উক্ত গাছ হতে ফল ও কাঠ উভয়ই পাওয়া যায়; খ) যে কোনো একটি জাতের গাছ কমপক্ষে ১কি.মি. রাস্তা জুড়ে দু'ধারে রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ; গ) বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে প্রধান সড়ককে অগ্রাধিকার প্রদান; ঘ) রোপনকৃত গাছের সুফলভোগী হিসেবে এলাকার হতদরিদ্রদের নিয়ে সমিতি গঠন; ঙ) পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২ বছর সমিতির সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রদান; চ) সমিতির সদস্যগণ নিজেরা এ বাগানে উৎপাদিত ফল ও কাঠ চুক্তি অনুসারে নিজেদের মধ্যে বন্টন; ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৬০,০০০টি, পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি কর্তৃক ১,০০,০০০টি, পার্বত্য জেলা পরিষদ বান্দরবান কর্তৃক ২০,০০০টি, পার্বত্য জেলা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

CamScanner

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		সুফলভোগী হিসেবে এলাকার হতদরিদ্রদের নিয়ে সমিতি গঠন; ঙ) পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২ বছর সমিতির সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রদান; চ) সমিতির সদস্যগণ নিজেরা এ বাগানে উৎপাদিত ফল ও কাঠ চুক্তি অনুসারে নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে। সভায় সদস্যবৃন্দ রাস্তার ধারে ফলজ বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যানবৃন্দ রাস্তার ধারে ফলজ বৃক্ষ রোপনে সর্বাত্বক সহযোগিতা করবেন মর্মে জানান।	পরিষদ রাঙ্গামাটি কর্তৃক ২০,০০০টি গাছের চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	
৭	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	সভাপতি বলেন যে, পার্বত্য এলাকায় শিক্ষিত যুব ও যুব মহিলাদের ফ্রিল্যান্সিং/ আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা সম্ভব হলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। সভার সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ বিষয়টি স্কিমে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।	পার্বত্য এলাকায় শিক্ষিত যুব ও যুব মহিলাদের ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তৈরির লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের স্কিমে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৭/২০২৪
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব

নম্বর- ২৯.০০.০০০০.২২৫.০৬.০০৭.২৩-৭৭

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩১ / ১৫ জুলাই ২০২৪

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
৪. সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৫. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৭. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৮. সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৯. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
১০. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
১১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
১২. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩. অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক "এসআইডি-সিএইচটি" শীর্ষক প্রকল্প
১৪. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ.আ. তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, সার্কেল-০৩)
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৭. যুগ্মসচিব, প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. যুগ্মসচিব,উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

CamScanner

১৯. চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান
২০. চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান
২১. চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান
২২. ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
২৩ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২৪. উপসচিব (পরিকল্পনা-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫. উপসচিব (প্রশাসন-২/বাজেট), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬ পরিচালক, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য ও গবেষণা কেন্দ্র বেইলী রোড, ঢাকা
২৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. উপসচিব (পরিকল্পনা-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (বিশেষ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প
৩০. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৩১. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩২ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩৩ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৩৫ প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৩৬ নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৩৮ প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি
৩৯ প্রকল্প পরিচালক, 'সৌরশক্তি চালিত নলকূল স্থাপনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি
৪০. নির্বাহী প্রকৌশলী, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৪১. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি ইউনিট
৪২. প্রকল্প পরিচালক "পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত পল্লী সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, 'রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৪৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা
৫০. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৫১. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৫২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাঙ্গামাটি
৫৩ প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্প (আঞ্চলিক পরিষদ অংশ), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি

CamScanner

৫৪. প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) আগারগাও, ঢাকা
৫৫. প্রকল্প ব্যবস্থাপক, "টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প", পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৫৬. সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫
ই-মেইল: dsdev@mochta.gov.bd